মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি নূর দ্বারা সৃষ্টি? তিনি কি আল্লাহ তায়ালার প্রথম সৃষ্টি?

ওলামায়ে হাদীসদের মতে, যেসব হাদীসে আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব হাদীসের একটি হাদীসকেও সহীহ বলা যায় না। কারণ সেসব হাদীসে যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। কোনো হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। কোনো হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বিবেক সৃষ্টি করেছেন। জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নূরের একটি অংশ নিয়েছেন এবং তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, মোহাম্মদে পরিণত হও। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রথম মাখলুক হন। এই বর্ণনা হাদীসের রেওয়ায়াত বা দেরায়াত কোনো দিকে থেকেই সঠিক নয়। বিবেকও এই বর্ণনা সমর্থন করে না এবং এই বর্ণনায় কোনো দ্বীনি উপকারও নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি এ কথা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। যদি প্রমাণিত হয়ও তবু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানবশ্রেষ্ট এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। আল্লাহ তায়ালা যে গুণবৈশিষ্ট্যের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মানবশ্রেষ্ট হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেটি হচ্ছে এই-

"নিঃসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।" **{সূরা আল ক্বালাম ঃ আয়াত ৪}**

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে সঠিকভাবে যে সব কথা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব হচ্ছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালেবের পুত্র। তার মায়ের নাম হচ্ছে আমেনা বিনতে ওয়াহাব। এই দুজনের দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হওয়ার পর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য মানুষদের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য শিশু কিশোরদের মতোই তাঁর শৈশব কৈশরকাল অতিবাহিত হয়। অন্য রসূলদের যেভাবে রেসালাত বা নবুওতের দায়িত্ব দেয়া হয় সেভাবেই তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম নবী ছিলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগতভাবে অন্য মানুষের মতোই সমাজে জীবন যাপন করেছেন। তার নির্ধারিত আয়ুস্কাল শেষ হওয়ার পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অন্য মানুষেরা যেভাবে মৃত্যুবরণ করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"অবশ্যই (একদিন) তুমি মারা যাবে- তারাও নিঃসন্দেহে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে।" **{সূরা আঝ ঝুমার ঃ আয়াত ৩০)**

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন, এ কথা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বীকার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"(হে নবী) তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন (রক্ত মাংসের) মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয়।" **{সূরা আল কাহফ ঃ আয়াত ১১০}**

আরো বলা হয়েছে, "(হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র (আমার) আল্লাহ তায়ালা, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে) একজন মানুষ, (একজন) রসূল বৈ কিছুই নই।" **{সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৯৩}**

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাকিদ দিয়েছেন, তারা যেন সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সেই রকম বাড়াবাড়ি না করে, যে রকম বাড়াবাড়ি খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইস সালাতু আস্ সালাম-এর ব্যাপারে করেছিলো। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইস সালাতু আস্ সালাম-কে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেছিলো।

কাজেই এ কথা জানা গেল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না। সোনারূপারও তৈরী ছিলেন না। বরং সাধারণ মানুষের মতোই বস্তুগত উপাদানেই তিনি সৃষ্টি হয়েছিলেন। তবে রেসালাত, নবুওত এবং হেদায়াতের কর্তব্য পালনের দিক থেকে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহর নূর। নূর বা আলোর পথে হেদায়াত দানকারী। পথভ্রষ্ট মানুষের জন্যে তিনি ছিলেন আলোর মশাল। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা ও সুস্পষ্ট কেতাবও এসে হাযির হয়েছে।" **{সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ১৫}**

Published as PDF by :-

A Gentlemen's Cybercafé

* ড. শায়খ ইউসুফ আল কারদাওয়ী-এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেছেন
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (info@alquranacademylondon.co.uk)
** পিডিএফ বিন্যাস ও সম্পাদনা- মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (mohammad.nasiddiquee@gmail.com)